বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি
পল্লী ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

মুজিব বর্ষে বিআরডিবি'র অঙ্গীকার
স্বনির্ভর সমৃদ্ধ পল্লী গড়ার

স্মারক নং ৪৭.৬২.৮৭.০০০০.৯৬৬.০০.৪০৪.১৩.৯২৭ তারিখঃ ০৩/১০/২০২১খ্রিঃ

অফিস আদেশ

বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঋণ কার্যক্রমে শৃঙ্খলা বৃদ্ধিসহ আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫০,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ এবং উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা সদস্যের সাথে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হবে (চুক্তিপত্রের নমুনা সংযুক্ত) । বর্ণিত চুক্তিপত্রের নমুনা অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ প্রতিপালন করতে হবে:

ক) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত হলে নমুনা চুক্তিপত্র অনুযায়ী সাদা কাগজে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

খ) পৃথকভাবে উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নমুনা চুক্তিপত্র অনুযায়ী ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

গ) সম্পাদিত চুক্তিপত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় ঋণ গ্রহীতা (২য় পক্ষ) এবং ইউআরডিও (১ম পক্ষ) এর স্বাক্ষর থাকতে হবে;

ঘ) ৫০,০০০ টাকা বা তদুর্দ্ধ পরিমাণ ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ২টি এবং উদ্যোক্ত ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ৩টি পোস্ট ডেটেড চেক (Post dated cheque) IRESPPW (LOAN FUND),BRDB শিরোনামে Account Payee সীল দিয়ে হিসাব সহকারী/এআরডিও'র নিকট সংরক্ষণ করতে হবে;

ঙ) ঋণের বিপরীতে গৃহীত পোস্ট ডেটেড চেক (Post dated cheque) সংরক্ষণের জন্য অফিসে একটি পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষিত হবে। উক্ত রেজিস্টারে সদস্যের নাম, সমিতির নাম, গৃহীত চেকের সংখ্যা, চেক নং ও ব্যাংকের নাম উল্লেখপূর্বক ইউআরডিও এর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে;

চ) চেকসমূহ যাতে যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট না হয় সে জন্য আবশ্যিকভাবে একটি ফটো অ্যালবামে রাখতে হবে;

ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ন ঋণ সেবামূল্যসহ আদায় হলে সংরক্ষিত চেকসমূহ সদস্যকে ফেরত প্রদান করতে হবে, কোন অবস্থাতেই পূর্ববর্তী সময়ের গৃহীত ঋণের বিপরীতে প্রদানকৃত চেক পরবর্তী দফায় ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

২। প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৩/১০/২০২১

মোহাম্মদ রাশেদুল আলম
প্রকল্প পরিচালক

অনুলিপি বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১. উপপরিচালক, বিআরডিবি, জেলাঃ ---------------(প্রকল্পভুক্ত সকল জেলা)।
২. প্রোগ্রামার, ইরেসপো, বিআরডিবি, ঢাকা (প্রকল্পের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিআরডিবি, উপজেলাঃ-----------, জেলাঃ-----------(প্রকল্পভুক্ত সকল উপজেলা)।
৪. সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, ইরেসপো, বিআরডিবি, উপজেলাঃ--------, জেলাঃ--------(প্রকল্পভুক্ত সকল উপজেলা)।
৫. হিসাব সহকারী/মাঠ সংগঠক, ইরেসপো, বিআরডিবি, উপজেলাঃ------, জেলাঃ----(প্রকল্পভুক্ত সকল উপজেলা)।

সদয় অবগতির জন্যঃ

১.মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা।
২.পরিচালক (সরেজমিন) মহোদয়ের একান্ত সহকারী, বিআরডিবি, ঢাকা।

(৫০০০০.০০ টাকা হতে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

চুক্তিনামা (সাদা কাগজে)

এই চুক্তি ২০২১ সালের ----------মাসের ----------তারিখ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার ----------উপজেলা, ----------জেলা (অতঃপর ইউআরডিও নামে লিখিত, তাঁর পদে যিনিই অধিষ্ঠিত থাকুন অথবা দায়িত্ব পালন করুন না কেন) **প্রথম পক্ষ** এবং জনাব---------- পিতা/স্বামী---------- পেশা----------স্থায়ী ঠিকানা; গ্রাম :---------- ডাকঘর----------উপজেলা----------জেলা----------(অতঃপর যিনি 'চুক্তিকারী' বলে সনাক্ত হবেন, যে চুক্তি তাঁর আইন বিষয়ক প্রতিনিধি অথবা উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও বলবৎ থাকবে) **দ্বিতীয় পক্ষ**, এই দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হলো।

যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১ম পক্ষ বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা-২য় পর্যায় প্রকল্প হতে ২য় পক্ষকে ঋণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে, সেহেতু ২য় পক্ষ গৃহিত ঋণের সেবামূল্যসহ আসল যথাসময়ে পরিশোধে বাধ্য থাকবেন মর্মে উভয় পক্ষ কর্তৃক একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরে সম্মত হয়েছেন। ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের আরোপিত নিম্নলিখিত শর্তাবলি যথাযথভাবে মেনে ঋণ গ্রহণে সম্মত হয়েছেন :

১) দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে .....টাকা ঋণ মঞ্জুর করার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ ঋণের আসলসহ সেবামূল্য বাবদ সর্বমোট.....টাকা সমহারে সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করবেন, যাতে ঋণের সমুদয় আসল ও সেবামূল্য সর্বোচ্চ ১ (এক) মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১২ (বার) মাসের মধ্যে পরিশোধ হয়।

২) ঋণের মেয়াদ হবে ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ১ বছর (১২ মাস)। এ সময়ের মধ্যে গ্রেস পিরিয়ড ব্যতীত মাসিক ১১টি/ ৪৮টি সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে এ ঋণ প্রদান করা হবে। সর্বোচ্চ ১ (এক) মাস গ্রেস পিরিয়ড থাকবে অর্থাৎ ঋণ বিতরণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১ (এক) বছরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

৩) নির্ধারিত ১ (এক) বছর (১২ মাস) সময়ের জন্য এই ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ৮% হারে প্রযোজ্য হবে। তবে ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত ১ বছর (১২ মাস) সময়কাল অতিক্রান্ত হলে বকেয়া সমুদয় ঋণ (যদি থাকে) খেলাপি হিসেবে গণ্য হবে এবং এই মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণের উপর মাসিক ভিত্তিতে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে বার্ষিক ১৬% হারে সেবামূল্য ধার্য্য হবে।

৪) দ্বিতীয় পক্ষ ১ম পক্ষের কাছ থেকে গৃহিত ঋণের ১১টি মাসিক/৪৮টি সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ বাবদ তাঁর নিজ নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবের ২টি পোস্ট ডেটেড ক্রস চেক (হিসাব নং----------, চেক নং----------, ব্যাংকের নাম----------, শাখার নাম----------) ১ম পক্ষের নিকট জমা রাখিবে। ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সেবামূল্যসহ আসল পরিশোধে ব্যর্থ হলে ১ম পক্ষ

কর্তৃক যে তারিখে ব্যাংকে চেক নগদায়নের জন্য উপস্থাপন করা হবে তার পূর্ববর্তী তারিখ পর্যন্ত সমুদয় অর্থ (ঋণের আসল+সেবামূল্য+অতিরিক্ত সেবামূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)) নগদায়ন করা যাবে। ২য় পক্ষের প্রদানকৃত ব্যাংক হিসাবে সমপরিমাণ অর্থ না থাকলে তার বিরুদ্ধে চেক প্রত্যাখ্যানের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৫) যদি ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উর্ত্তীণ হওয়ার পরও ঋণের অর্থ অপরিশোধিত থাকে তাহলে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে সমুদয় বকেয়া ঋণের অর্থ (অতিরিক্ত সেবামূল্যসহ) আদায়ের জন্য দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দ্বিতীয় পক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না।

৬) যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বেচ্ছায় ঋণের মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করতে আগ্রহী হয় অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের আগে ঋণ পরিশোধ করলেও গৃহিত ঋণের উপর ৮% হারে সেবামূল্য আরোপযোগ্য হবে।

৬) দ্বিতীয় পক্ষ কোন কারণে মেয়াদোর্ত্তীণ খেলাপী হলে এবং তার জমাকৃত সঞ্চয় যথেষ্ট বিবেচিত হলে দ্বিতীয় পক্ষের সঞ্চয় হতে খেলাপী ঋণ ১ম পক্ষ কর্তৃক সমন্বয়যোগ্য হবে।

৭) ঋণের অর্থ যে আইজিএর বিপরীতে গ্রহণ করা হবে সে আইজিএর বিপরীতে বিনিয়োগ করতে দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য থাকবেন।

৮) ঋণ গ্রহণের পর দ্বিতীয় পক্ষের অবর্তমানে (মৃত্যু জনিত কারণে) ঋণের অর্থ দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশগণ পরিশোধের অনিচ্ছা প্রকাশ করলে দ্বিতীয় পক্ষের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে ঋণের অর্থ আদায় করা যাবে।

৯) এই চুক্তিনামার কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ কর্তৃক সামাজিক ও আইনানুগ সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১০) অতঃপর অত্র চুক্তিপত্র সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি অথবা ভুল বুঝাবুঝির ক্ষেত্রে তা প্রথম পক্ষের গোচরীভূত করতে হবে এবং প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। চুক্তিকারী নিম্নলিখিত সাক্ষীদের সম্মুখে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে স্বাক্ষর করতঃ চুক্তি সম্পাদন করলেনঃ

স্বাক্ষর
দ্বিতীয় পক্ষ

স্বাক্ষর ও সীল
প্রথম পক্ষ

নাম :
পিতা/ স্বামীর নাম :
সমিতি/দলের নাম :
গ্রাম :
উপজেলা :
জেলা :

স্বাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

স্বাক্ষীর নাম ও ঠিকানা	ঋণ গ্রহীতার সাথে সম্পর্ক	স্বাক্ষর
১। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ....., ডাকঘর: ..... উপজেলা: ....., জেলা .....।	সমিতির সভাপতি	
২। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ....., ডাকঘর: ..... উপজেলা: ....., জেলা .....।	সমিতির ম্যানেজার	
৩। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ....., ডাকঘর: ..... উপজেলা: ....., জেলা .....।		

বি:দ্র :স্বাক্ষী: (ঋণ গ্রহীতার পিতা/স্বামী/ভাই/সন্তান, সমিতি/দলের সভাপতি ও ম্যানেজার স্বাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর নিতে হবে)

(শুধুমাত্র উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের জন্য প্রযোজ্য)

চুক্তিনামা

(৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে)

এই চুক্তি ২০২১ সালের ----------মাসের ----------তারিখ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার ----------উপজেলা, ----------জেলা (অতঃপর ইউআরডিও নামে লিখিত, তাঁর পদে যিনিই অধিষ্ঠিত থাকুন অথবা দায়িত্ব পালন করুন না কেন) **প্রথম পক্ষ** এবং জনাব----------পিতা/স্বামী---------- পেশা----------স্থায়ী ঠিকানা; গ্রাম :---------- ডাকঘর----------উপজেলা----------জেলা----------(অতঃপর যিনি 'চুক্তিকারী' বলে সনাক্ত হবেন, যে চুক্তি তাঁর আইন বিষয়ক প্রতিনিধি অথবা উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও বলবৎ থাকবে) **দ্বিতীয় পক্ষ**, এই দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হলো।

যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১ম পক্ষ বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা-২য় পর্যায় প্রকল্প হতে ২য় পক্ষকে উদ্যোক্তা ঋণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে, সেহেতু ২য় পক্ষ গৃহিত ঋণের সেবামূল্যসহ আসল যথাসময়ে পরিশোধে বাধ্য থাকবেন মর্মে উভয় পক্ষ কর্তৃক একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরে সম্মত হয়েছেন। ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের আরোপিত নিম্নলিখিত শর্তাবলি যথাযথভাবে মেনে উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণে সম্মত হয়েছেন :

১) দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে .....টাকা ঋণ মঞ্জুর করার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ ঋণের আসলসহ সেবামূল্য বাবদ সর্বমোট.....টাকা সমহারে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করবেন, যাতে ঋণের সমুদয় আসল ও সেবামূল্য সর্বোচ্চ ১ (এক) মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১২ (বার) মাসের মধ্যে পরিশোধ হয়।

২) ঋণের মেয়াদ হবে ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ১ বছর (১২ মাস)। এ সময়ের মধ্যে গ্রেস পিরিয়ড ব্যতীত ১১টি মাসিক/৪৮টি সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে এ ঋণ প্রদান করা হবে। সর্বোচ্চ ১ (এক) মাস গ্রেস পিরিয়ড থাকবে অর্থাৎ ঋণ বিতরণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১ (এক) বছরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

৩) নির্ধারিত ১ (এক) বছর (১২ মাস) সময়ের জন্য এই ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ৮% হারে প্রযোজ্য হবে। তবে ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত ১ বছর (১২ মাস) সময়কাল অতিক্রান্ত হলে বকেয়া সমুদয় ঋণ (যদি থাকে) খেলাপি হিসেবে গণ্য হবে এবং এই মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণের উপর মাসিক ভিত্তিতে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে বার্ষিক ১৬% হারে সেবামূল্য ধার্য্য হবে।

৪) দ্বিতীয় পক্ষ ১ম পক্ষের কাছ থেকে গৃহিত ঋণের ১১টি মাসিক/৪৮টি সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ বাবদ তাঁর নিজ নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবের ৩টি পোস্ট ডেটেড ক্রস চেক (হিসাব নং----------, চেক নং----------, ব্যাংকের নাম----------, শাখার নাম----------) ১ম পক্ষের নিকট জমা রাখিবে। ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সেবামূল্যসহ আসল পরিশোধে ব্যর্থ হলে ১ম পক্ষ কর্তৃক যে তারিখে ব্যাংকে চেক নগদায়নের জন্য উপস্থাপন করা হবে তার পূর্ববর্তী তারিখ পর্যন্ত সমুদয় অর্থ (ঋণের আসল+সেবামূল্য+অতিরিক্ত সেবামূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)) নগদায়ন করা যাবে। ২য় পক্ষের প্রদানকৃত ব্যাংক হিসাবে সমপরিমাণ অর্থ না থাকলে তার বিরুদ্ধে চেক প্রত্যাখ্যানের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৫) যদি ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উর্ত্তীণ হওয়ার পরও ঋণের অর্থ অপরিশোধিত থাকে তাহলে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে সমুদয় বকেয়া ঋণের অর্থ (অতিরিক্ত সেবামূল্যসহ) আদায়ের জন্য দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দ্বিতীয় পক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না।

৬) যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বেচ্ছায় ঋণের মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করতে আগ্রহী হয় অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের আগে ঋণ পরিশোধ করলেও গৃহিত ঋণের উপর ৮% হারে সেবামূল্য আরোপযোগ্য হবে।

৬) দ্বিতীয় পক্ষ কোন কারণে মেয়াদোর্ত্তীণ খেলাপী হলে এবং তার জমাকৃত সঞ্চয় যথেষ্ট বিবেচিত হলে দ্বিতীয় পক্ষের সঞ্চয় হতে খেলাপী ঋণ ১ম পক্ষ কর্তৃক সমন্বয়যোগ্য হবে।

৭) ঋণের অর্থ বিজনেস প্ল্যান মোতাবেক নির্ধারিত এসএমই খাতে বিনিয়োগ করতে দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য থাকবেন।

৮) ঋণ গ্রহণের পর দ্বিতীয় পক্ষের অবর্তমানে (মৃত্যু জনিত কারণে) ঋণের অর্থ দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশগণ পরিশোধের অনিচ্ছা প্রকাশ করলে দ্বিতীয় পক্ষের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে ঋণের অর্থ আদায় করা যাবে।

৯) এই চুক্তিনামার কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ কর্তৃক সামাজিক ও আইনানুগ সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১০) অতঃপর অত্র চুক্তিপত্র সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি অথবা ভুল বুঝাবুঝির ক্ষেত্রে তা প্রথম পক্ষের গোচরীভূত করতে হবে এবং প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। চুক্তিকারী নিম্নলিখিত সাক্ষীদের সম্মুখে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে স্বাক্ষর করতঃ চুক্তি সম্পাদন করলেনঃ

স্বাক্ষর
দ্বিতীয় পক্ষ

স্বাক্ষর ও সীল
প্রথম পক্ষ

নাম :
পিতা/ স্বামীর নাম :
সমিতি/দলের নাম :
গ্রাম :
উপজেলা :
জেলা :

স্বাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

স্বাক্ষীর নাম ও ঠিকানা | ঋণ গ্রহীতার সাথে সম্পর্ক | স্বাক্ষর

১। নাম:
পিতা/স্বামীর নাম :
গ্রাম: ....., ডাকঘর: .....
উপজেলা: ....., জেলা .....।

২। নাম:
পিতা/স্বামীর নাম :
গ্রাম: ....., ডাকঘর: .....
উপজেলা: ....., জেলা .....।

৩। নাম:
পিতা/স্বামীর নাম :
গ্রাম: ....., ডাকঘর: .....
উপজেলা: ....., জেলা .....।

বি:দ্র :স্বাক্ষী: (ঋণ গ্রহীতার পিতা/স্বামী/ভাই/সন্তান, সমিতি/দলের সভাপতি ও ম্যানেজার স্বাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর নিতে হবে)